গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা
www.fisheries.satkhirasadar.satkhira.gov.bd

পত্র নং- ৩৩.০২.৮৭৮২.৫০১.৪৯.০০১.২২.৫৪

তারিখ: ২৩ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সুশাসন ও সংস্কারমুলক কার্যক্রমভুক্ত ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ১.১ মোতাবেক উদ্ভাবনী উদ্যোগ (Innovation) এর তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সুশাসন ও সংস্কারমুলক কার্যক্রমভুক্ত ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ১.১ মোতাবেক **সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা**-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ (Innovation) এর তথ্য নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক প্রেরণ করা হলো।

সংস্থার নাম	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা
উদ্ভাবনের শিরোনাম	ভ্যালু অ্যাডেড ফিস প্রোডাক্ট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন
কিভাবে যাত্রা শুরু/পটভুমি	বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মাছের রাজ্য সাতক্ষীরা। কিন্তু খাদ্য হিসেবে মাছের জনপ্রিয়তা তরুণ সমাজ ও শিশু-কিশোরদের কাছে খুব কম। তরুণ সমাজ ও বাচ্চারা হোটেল-রেস্টুরেন্ট কিংবা ফুটপাতের অস্বাস্থ্যকর ফাস্টফুড খেতে অভ্যস্ত। এজন্য মাছকে নিরাপদ খাদ্য হিসেবে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও শিশু-কিশোরদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা, তাদের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা এবং পাশাপাশি মৎস্যচাষিদেরও লাভবান হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় ২০২১-২২ অর্থ-বছরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (রাজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিল) খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা “ভ্যালু অ্যাডেড ফিস প্রোডাক্ট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক স্কীম সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা কর্তৃক বাস্তবায়ন এবং “হ্যাপি ওয়ার্ল্ড ফ্রেশ ফিস গ্যলারি” নামে একটি ভ্যালু অ্যাডেড ফিস প্রোডাক্ট বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদ্যোগটি হাতে নেওয়া হয় যাতে করে একদিকে যেমন মৎস্য আহরণোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে অন্যদিকে মাছকে নিরাপদ খাদ্য হিসেবে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও শিশু-কিশোরদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা যাবে। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য দুইটি এ্যাকুরিয়াম, একটি ডিসপ্লে ফ্রিজার স্থাপন ও একটি মিনি লেক সংস্কার করা হয়। মিনি লেকে বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত মাছ রাখা হয়। মিনি লেকে রাখার জন্য মাছ সরাসরি মৎস্যচাষিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয় যাতে করে মৎস্য আহরণোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পায় ও মৎস্যচাষিরাও ন্যায্যমূল্য পায়। মিনি লেক থেকে মাছ সংগ্রহ করে এ্যাকুরিয়াম দুইটিতে রাখা হয় যাতে করে ভোক্তা সরাসরি দেখে বাছাই করতে পারবে সে কোন মাছটি খেতে চান। এছাড়া ডিসপ্লে ফ্রিজারে বিভিন্ন প্রজাতির ফ্রেশ মাছ/চিংড়ি ও বিভিন্ন প্রকার ভ্যালু অ্যাডেড ফিস প্রোডাক্ট যেমন- ফিস ফ্রাই, ফিস বারবিকিউ, ফিস বল, ফিস ফিঙ্গার, ফিস কাটলেট, শ্রিম্প তান্দুরি, শ্রিম্প ফ্রাই ইত্যাদি ডিসপ্লে করে রাখা হয় যাতে করে ভোক্তা সরাসরি দেখে কোন প্রোডাক্ট খাবেন সেইটা নিজেরাই নির্বাচন করতে পারেন। নিরাপদ আমিষের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ও মাছকে নিরাপদ খাদ্য হিসেবে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও শিশু-কিশোরদের নিকট জনপ্রিয় করে তোলা, তাদের পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে এটি ভূমিকা রাখবে।
এ উদ্যোগে কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে	উদ্যোগটি মাছকে খাদ্য হিসেবে সাধারণ জনগণের নিকট অধিক জনপ্রিয় করে তোলা ও জনগণের পুষ্টিমান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইতিমধ্যে উদ্যোগটির মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যেমন- ফিস ফ্রাই, ফিস বারবিকিউ, ফিস ফিঙ্গার, ফিস কাটলেট, শ্রিম্প তান্দুরি, শ্রিম্প ফ্রাই ইত্যাদি বিক্রয় করা শুরু হয়েছে। তরুণ সমাজ ও বাচ্চারা যারা হোটেল-রেস্টুরেন্ট কিংবা ফুটপাতের অস্বাস্থ্যকর ফাস্টফুড খেতে অভ্যস্ত ছিল, তাদের এখন নিরাপদ ও পুষ্টিকর মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যেমন- ফিস ফ্রাই, ফিস বারবিকিউ, ফিস ফিঙ্গার, ফিস কাটলেট, শ্রিম্প তান্দুরি, শ্রিম্প ফ্রাই ইত্যাদি খেতে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। উদ্যোগটি একদিকে সাধারণ জনগণের নিরাপদ আমিষের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখছে, পাশাপাশি অনলাইনে অর্ডার করার সুব্যবস্থা থাকার কারণে ভোক্তার সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া, এখানে সরাসরি চাষির ঘের থেকে মাছ সংগ্রহ করার কারণে মাছের আহরণোত্তর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভুতি	উদ্যোগটির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ সুলভমূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যেমন- ফিস ফ্রাই, ফিস বারবিকিউ, ফিস ফিঙ্গার, ফিস কাটলেট, শ্রিম্প তান্দুরি, শ্রিম্প ফ্রাই ইত্যাদি ক্রয় ও আহারের মাধ্যমে নিরাপদ আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের অস্বাস্থ্যকর ফাস্টফুড গ্রহণ থেকে সরিয়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে পারছে। উদ্যোগটি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও প্রিন্ট মিডিয়াতেও প্রকাশ হয় এবং প্রশংসিত হয়।
টিসিভি	উদ্যোগটির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ হাতের নাগালেই সুলভমূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর মাছ ও চিংড়ির বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যেমন- ফিস ফ্রাই, ফিস বারবিকিউ, ফিস ফিঙ্গার, ফিস কাটলেট, শ্রিম্প তান্দুরি, শ্রিম্প ফ্রাই ইত্যাদি ক্রয় ও আহারের মাধ্যমে নিরাপদ আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারছে। এছাড়া এসব প্রোডাক্ট অনলাইনে অর্ডার করার সুব্যবস্থা থাকার কারণে ভোক্তার সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।
উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টীম	উদ্ভাবক- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা; বাস্তবায়ন টীমের আহ্বায়ক- সাব্বির আহমেদ, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য দপ্তর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা; বাস্তবায়ন টীমের সদস্য- মোঃ রবিউল ইসলাম, মেরিন ফিসারিজ কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য দপ্তর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা; মোঃ লুৎফর রহমান, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য দপ্তর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

গ্রুপ ছবি সংযুক্ত	

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
সাতক্ষীরা